নেহরু'র সংবিধান সংশোধন শ্যামাপ্রসাদের বাক্‌স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল : জেটলি

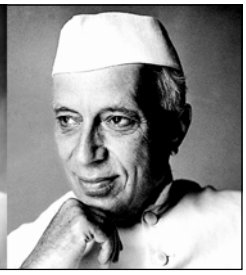

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : ভারতীয় সংবিধানের প্রথম সংশোধন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। এই সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, নেহরু'র রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাক্‌স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির ফেসবুকে এই দাবি করেছেন। জেটলি নিজে অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রকে আসছেন না, তবে তাঁর ঘনিষ্ঠমহল থেকে জানা গেছে, সম্ভবত চলতি মাসেই কাজে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তার আগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বড় বড় টুইট করছেন জেটলি। শুক্রবার শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন উপলক্ষে ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট করে জওহরলালকে তীব্র আক্রমণ করেছেন তিনি।

নেহরুকে আক্রমণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি, ভারতের প্রথম সংবিধান সংশোধন যদি আজ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়, তবে সেই সংশোধন কোনওভাবেই গুরুত্ব পাবে না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের ইচ্ছেতেই এই সংশোধন হয়েছিল। আর এর উদ্দেশ্য ছিল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নানাভাবে হেয় করা। প্রসঙ্গত, শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন ভারতীয় জনসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই জনসংঘই আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি।

ভারতীয় সংবিধান প্রথম গৃহীত হয় ১৯৫০ সালে। সংবিধানে বাক্‌স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতেই প্রথম বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব করে এর সঙ্গে কিছু বিধিনিষেধ জুড়ে দেওয়া হয়। সংবিধান প্রণয়নের ঠিক এক বছর পরেই অর্থাৎ ১৯৫১ সালে এই সংশোধন হয়। তখন দায়িত্ব নিয়েছে প্রথম নির্বাচিত সরকার।

নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারের নানা কাজের কঠোর সমালোচক ছিলেন ডঃ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না নেহরু। শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারত। ভারতকে ফের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। শ্যামাপ্রসাদের এই মনোভাব জানার পর নেহরু তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে অখণ্ড ভারত গড়ার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তা বিবেচনা করার পরামর্শ দেন।

সর্দার প্যাটেল সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। সর্দার প্যাটেলের মত ছিল, শ্যামাপ্রসাদ যে অখণ্ড ভারতের কথা বলছেন, তাতে কোনওমতেই তাঁকে সরানো যাবে না, কারণ সংবিধান মেনেই তিনি একথা বলছেন। প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর মুখ বন্ধ করতে চান, তবে সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন। জেটলি বার বার বলেছেন, অখণ্ড ভারত গড়তে হলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল যা নেহরু চাইতেন না। সম্ভবত সেই কারণেই সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কী হয়, আর এই সংশোধনীতে বাক্‌স্বাধীনতাকে মৌলিক স্বাধীনতা বলা হলেও তাঁর সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়।

জেটলির দাবি, সেদিন অখণ্ড ভারত গড়ার দাবি তোলার জন্য শ্যামাপ্রসাদের মুখ বন্ধ করতে পণ্ডিত নেহরু সংবিধানের সংশোধন করেছিলেন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়েছিল, দেশে হিংসা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্যই বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিন্তু সংবিধানের প্রথম সংশোধনীটি ছিল পুরোপুরি অসাংবিধানিক।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি, সংবিধান সংশোধনের পর যেসব শর্তাবলী তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় তা মূল সংবিধানে নেই। অবশ্যই এই সংশোধনী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারত। কারণ সংবিধানের মূল পরিকাঠামোর অংশই ছিল অবাধ বাক্‌-স্বাধীনতা। সেই বাক্‌-স্বাধীনতা যদি কিছু অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে হরণ করা হয়, তবে তা সংবিধানের মূল পরিকাঠামো লঙ্ঘনের দায়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

এ প্রসঙ্গে তিনি সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই রায় এখন কেশবানন্দ ভারতী বনাম স্টেট অফ কেরল, ১৯৭৩ নামে বিখ্যাত। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, সংসদে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা থাকলেও তারা কখনওই সংবিধানের মূল পরিকাঠামোটির পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ শ্যামাপ্রসাদের মুখে লাগাম পড়াতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেই কাজটিই করেছিলেন। যদিও ভারতীয় সংবিধানে প্রথম সংশোধনীটিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হলে তা আদৌ ধোপে টিকত না।

কেক কেটে অনুগামীদের সঙ্গে ৮৩ বছরের জন্মদিন পালন দলাই লামার

লেহ, ৬ জুলাই : অনুগামীদের সঙ্গে কেক কেটে শুক্রবার তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা ৮৩ বছরের জন্মদিন পালন করলেন। জম্মু, কাশ্মীর, লাদাখে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে এজন্য বিশেষ প্রার্থনাও অনুষ্ঠিত হয়। লেহ্‌ শহরের বাইরে সেওয়াৎসেল ফডরং কমপ্লেক্সে সম্রাজ্ঞ ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে বিপুল সংখ্যক মানুষ হাজির হন তিব্বতি ধর্মগুরুর জন্মদিন পালন করার জন্য। এমনকি তিব্বতের প্রধানমন্ত্রী লবসাং সাংদেও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রসঙ্গত, দলাই লামা তিব্বতের কাছে 'জীবন্ত ভগবান' হিসেবে শ্রদ্ধা পান। স্বভাবতই তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা সভায় প্রচুর মানুষ হাজির থাকেন। এবার তিব্বতী ধর্মগুরু লেহ্‌'র মানুষের সঙ্গে জন্মদিনটি কাটাবেন বলে স্থির করেন। সেইমতো তিনি তিব্বত সরকারের অস্থায়ী রাজধানী ধরমশালা থেকে লেহ্‌তে চলে আসেন।

দলাই লামা'র সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত তিনি লেহ্‌'র সেওয়াৎসেল ফডরংয়ে থাকবেন। স্বয়ং দলাই বলেছেন, শারীরিকভাবে তিনি এখন সুস্থ আছেন এবং এই সুস্থতা যদি বজায় থাকে, তবে তিনি সেখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন। সমতলের বর্ষাকে উপেক্ষা করতেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, তিব্বতি ধর্মগুরুর বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হল অহিংসা, শান্তি এবং ধর্মীয় ঐক্য। এই বিশ্বাসই তাঁকে বিশ শতকের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৩৫ সালের ৬ জুলাই উত্তর-পূর্ব তিব্বতের তাকৎসার হ্যামলেটে জন্ম এই তিব্বতি ধর্মগুরুর। মাত্র ২ বছর বয়সেই তিনি ত্রয়োদশ দলাই লামা থুবসেন গায়ৎসো'র স্থলাভিষিক্ত হন। প্রসঙ্গত, ১৯৫৯ সালে তিনি চিনা আক্রমণের আতঙ্কে দেশ ছেড়ে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। ১৯৮৯ সালে পান শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার।

কাজে অনুপস্থিতি, কর্মীকে বেঁধে রেখে কশাঘাত মালিকের

হোসেঙ্গাবাদ, ৬ জুন : দুর্ঘটনার জন্য কর্মীটি কাজে আসতে পারেননি ৫-৬ দিন। কিন্তু বৃহস্পতিবার কাজে ফেরার পর মালিক তাকে ডাকে। এরপর তাকে নানারকম কটুকথার সঙ্গে অভিশাপও দিতে থাকেন। কিন্তু এতেও শেষরক্ষা হয়নি। শেষ পর্যন্ত মালিক ও তাঁর বন্ধু ছেলেটিকে পেট্রোল পাম্পের একটি রডের সঙ্গে বেঁধে রীতিমতো চাবুক দিয়ে মারে। মধ্যপ্রদেশ পুলিশ শেষ পর্যন্ত ২ জনকেই গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদের একটি পেট্রোল পাম্পে। স্বভাবতই এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পের কর্মীরা। এই নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ নিয়ে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই প্রবল হইচই শুরু হয়েছে। পেট্রোল পাম্পের ওই কর্মী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বিনা কারণে নয়, গুরুতর আহত হওয়ার জন্যই তিনি কাজে যোগ দিতে পারেননি ৫-৬ দিন। কিন্তু বৃহস্পতিবার কাজে ফিরতেই পেট্রোল পাম্পের মালিক তার ওপর চড়াও হন। তিনি একা নন, সঙ্গে তাঁর এক বন্ধুও ছিলেন। তাঁকে পাম্পের একটি রডের সঙ্গে বেঁধে প্রচণ্ড মারধর করা হয়।

প্রধান বিচারপতির ওপরই আস্থা রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : প্রধান বিচারপতিই 'মাস্টার অফ রোস্টার' অর্থাৎ তিনিই বিভিন্ন বেঞ্চের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করার অধিকারী বলে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শান্তিভূষণ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যেভাবে ক্ষমতার বণ্টন করেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনের শুনানি চলে সুপ্রিম কোর্টে। এরপরই শীর্ষ আদালত জানাল, এ নিয়ে কোনও মতপার্থক্য থাকা উচিত নয় যে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পাঁচ সিনিয়রমোস্ট বিচারপতিকে নিয়ে বিভিন্ন বেঞ্চ তৈরি করে দেওয়ার অধিকারী। কলেজিয়ামের ব্যাখ্যা দেওয়ারও অধিকারী তিনি। শান্তিভূষণ অভিযোগ করেছিলেন, 'মাস্টার অফ রোস্টার' কখনও পরিচালনাহীন অবাধ ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন না। এই মামলার শুনানি চলার সময় কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল বেণুগোপাল শীর্ষ আদালতের বিচারকদের মধ্যে সহমত গড়ে তোলা জরুরি বলে দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, শান্তিভূষণ বিভিন্ন মামলায় বিচারের ভার পাঁচ সদস্যের কলেজিয়ামের উপর তুলে দেওয়ার যে কথা বলেছেন, তা বিচারপতিদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়াবে। একথা জরুরি যে, একজনেরই এই কাজ করা উচিত। আর সেই একজন হলেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দিল্লির এল-জি'র সঙ্গে দেখা করলেন কেজরিরা

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই আম আদমি পার্টি পরিচালিত দিল্লি সরকারের সঙ্গে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এলজিকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার দড়ি টানাটানি চলছিল। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও আইএএস অফিসাররা কেন্দ্রের নিজস্ব লোক বলেও দাবি করা হয়। ফলে একদিকে এলজি যেমন দিল্লি সরকারের যে কোনওরকম পরামর্শ অগ্রাহ্য করে চলতে পারতেন, সেরকমই আইএএস অফিসাররাও রাজ্য সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারত। কিন্তু ক্ষমতার এই দড়ি টানাটানিতে কার্যত লাগাম টেনে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রায়। এই রায়ে বলা হয়েছে, শেষ কথা বলবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। ফলে আম আদমি পার্টি সরকারের বিরাট জয় হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক জয়ও তাৎপর্যপূর্ণ। দিল্লি সরকারের রায়ের পর আমলাদের সঙ্গেও আপ সরকারের সম্পর্ক আরও টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে চলছে। আমলাদের বদলি ও পোস্টিং অর্ডার নিয়ে মুখ খুলতে পারছেন না তাঁরা।

কেজরিওয়াল অফিসারদের যাবতীয় পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বদলি ও পোস্টিং নিয়ে তাঁরা যদি রাজ্য সরকারের কথা না শোনেন তবে তাঁদের দুর্গতিতে পড়তে হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের কয়েকঘণ্টা পরেই আপ সরকার আমলাদের বদলি ও পোস্টিং নিয়ে একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে। তবে এতে শেষ সিলমোহরটি লাগাবেন মুখ্যমন্ত্রী।

জাকির নায়েককে ভারতে ফেরত পাঠাবে না মালয়েশিয়া

নয়াদিল্লি/ কুয়ালা লামপুর, ৬ জুলাই : বিতর্কিত ধর্মপ্রচারক জাকির নায়েককে ভারতে ফেরত পাঠানো হবে না বলে সাফ জানালেন মালয়েশিয়া প্রধানমন্ত্রী মহাথির মহম্মদ। শুক্রবার স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের কাছে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা জানান। প্রসঙ্গত, মালয়েশিয়ার বিভিন্ন সংবাদপত্রেই সম্প্রতি জানানো হয়েছিল, জাকির নায়েককে মালয়েশিয়া থেকে ভারতে ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু নায়েক নিজে তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের কথা অস্বীকার করেন। এই দাবি একেবারে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা বলেও অভিযোগ করেন তিনি। উল্লেখ্য, ভারতে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদ মূলক কাজের সঙ্গে জড়িত তিনি। কিন্তু এদেশে গ্রেফতার এড়াতেই কৌশলে বিদেশে পালিয়েছেন বলে দাবি গোয়েন্দাদের। যতদিন পর্যন্ত না ভারতে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ততদিন তিনি দেশে ফিরবেন না বলে জানিয়েছেন জাকির। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়া প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। কারণ জাকিরের ব্রিটেনে ঢোকা নিষিদ্ধ। ভারতে ঢোকাও নিষিদ্ধ। তবে মালয়েশিয়া তাকে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি দিয়েছে। একেবারে সরকারের শীর্ষ কর্তারাই এই অনুমতি দিয়েছেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাকিরকে দিল্লির হাতে তুলে দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করায় তাঁর হাত আরও শক্ত হল। জাকির আদৌ দেশে ফিরবেন কি না, এখন তা বলা মুশকিল বলে ধারণা গোয়েন্দাদের।

তিরুবনন্তপুরমের কোভালাম বিচে শুক্রবার শুরু হয়েছে সাফাই অভিযান। সমুদ্রতীর থেকে মরা মাছ তুলে ফেলতে দেখা যাচ্ছে সাফাই কর্মীদের।

ডোপ টেস্টের জন্য তৈরি, আপ বিধায়কের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর

চণ্ডীগড়, ৬ জুলাই : পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং আম আদমি পার্টির বিধায়ক আমন অরোরার ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ডোপ টেস্টে যেতে রাজি হলেন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, অন্য নির্বাচিত বিধায়করাও একই পথ নেবেন কি না, তা তাঁদেরই বিবেকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। নিজের সততা প্রমাণের জন্য আপ বিধায়ক অতি সম্প্রতি ডোপ টেস্টে বসার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন অমরিন্দরের দিকে। তিনি দাবি করেন, এভাবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের অন্য মন্ত্রী এবং বিধায়কদের সামনে নজির গড়ুন। রাজনীতিকরা মাদক পাচারকারীদের মনত দিচ্ছেন কি না বা অন্য কোনও খারাপ কাজ করছেন কি না, ডোপ টেস্টে তা ধরা পড়বে বলেও দাবি জানান অরোরা। অরোরা'র এই দাবির পরেই পাঞ্জাব সিভিল সেক্রেটারিয়েট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এস কে খেরা বলেন, তাঁদের ডোপ টেস্টে কোনও আপত্তি নেই। তবে সরকারকে এজন্য নোটিশ দিয়ে সকলকেই ডোপ টেস্টে শামিল করতে হবে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীরা, বিধায়করা, রাজনৈতিক দলগুলির সভাপতি ও কর্মীদেরও এতে অংশ নিতে হবে। রাজনীতিকদের বেশি করে ডোপ টেস্টে অংশ নেওয়া উচিত বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি ক্রমশ জোরদার হতে থাকায় মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং শেষ পর্যন্ত জানালেন, তিনি ডোপ টেস্টে যেতে রাজি। প্রসঙ্গত, পাঞ্জাবে মাদক সমস্যা ব্যাপক আকার নিয়েছে। পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগে বলিউডের একটি মুভিতে বিষয়টি দেখানো হলে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এমনকি রাজ্যে সে সময় বিজেপি সরকার থাকায় ওই মুভি মুক্তির জন্য সেন্সার সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। পাঞ্জাবে আপ রীতিমতো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সম্প্রতি আপেরই এক বিধায়ক দাবি করেন, এই মাদক চোরাচালানের সঙ্গে রাজনীতিকদের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকি মন্ত্রী-বিধায়করাও তা থেকে বাদ থাকছেন না।

দাতি মহারাজ কেন অধরা, পুলিশের সমালোচনা দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : স্বঘোষিত ধর্মগুরু দাতি মহারাজ এখনও অধরা। তিনি কেন অধরা, এই প্রশ্ন তুলে পুলিশের প্রবল সমালোচনা করল দিল্লি হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, এক ভক্তকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন দাতি মহারাজ। কিন্তু একমাসের উপর হয়ে গেল সেই ঘটনার। এখনও পর্যন্ত পুলিশ গ্রেফতার করেনি দাতি মহারাজকে। প্রসঙ্গত, গত মাসেই দিল্লির আদালত পুলিশ এই স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে গ্রেফতার না করায় প্রশ্ন তুলেছিল। পুলিশকে প্রতি সপ্তাহে এই মামলার স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিল আদালত। কিন্তু তার কিছুই করেনি পুলিশ। সে কারণে শুক্রবার কার্যত দিল্লি হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন রাজধানীর অপরাধ শাখার সহকারী কমিশনার। আদালত জানতে চায়, কেন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরও দাতি মহারাজকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। আদালত পুলিশের সহকারী কমিশনারকে এ নিয়ে তদন্ত কতটা এগোল, সেদিকে নজর রাখা এবং প্রতি সপ্তাহে আদালতে এ নিয়ে প্রোগ্রেশ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। দাতি মহারাজের এক তরুণী ভক্ত (২৫) অভিযোগ করেন, তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মহারাজের অনুরাগী। কিন্তু এই স্বঘোষিত ধর্মগুরু এবং তাঁর দুই ভক্ত তাঁকে বারবার ধর্ষণ করায় আশ্রম ছেড়ে পালাতে বাধ্য

হয়েছেন তিনি। এমনকি দাতি মহারাজের এক মহিলা ভক্তের দিকেও আঙুল তুলেছেন ওই তরুণী। তাঁর অভিযোগ, স্বঘোষিত ধর্মগুরুর এক মহিলা ভক্ত জোর করে তাঁর ঘরে পাঠাতেন। তিনি যেতে না চাইলে তাঁকে বলা হত, অন্য মহিলা ভক্তরাও মহারাজের সঙ্গে থাকেন। দিল্লি ও রাজস্থানের আশ্রমে দাতি মহারাজ তাঁকে যৌন হেনস্থা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই তরুণী।

মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গাতেই শুরু হয়েছে প্রবল বর্ষণ। বেলাগাভিতে শুক্রবার ছাতা ও রেনকোট নিয়ে দেখা গেল স্থানীয় মানুষকে।

রাহুলের জন্য সুলক্ষ্মণা ব্রাহ্মণ পাত্রীর সন্ধান দিলেও রাজি হননি সোনিয়া, দাবি টিডিপি সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির জন্য সুলক্ষণা ব্রাহ্মণ পাত্রীর সন্ধান দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রাজি হননি সোনিয়া, দাবি করেছেন তেলুগু দেশম পার্টির সাংসদ জে সি দিবাকর রেড্ডি। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক নেতারা এক জায়গায় হলেই নানা বিষয় আলোচনার পর দেশের মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর রাহুল গান্ধির বিয়ের প্রসঙ্গটি ওঠে। কারণ নয় নয় করে হলেও রাহুলের বয়স প্রায় ৫০-এর কোঠায় পৌঁছে গেছে। তাই রাহুলের জন্য পাত্রী খুঁজতে তৎপর অনেকেই। তবে সাহস করে সেকথা সোনিয়া গান্ধিকে কেউ বলতে পারেন না।

বলেছিলেন রেড্ডি। তবে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করেই রেড্ডির দাবি, ইউপিএ জোটের প্রধান এবং রাহুলের মা সোনিয়া গান্ধির কাছে কথাটি তিনি একদিন পেড়েই ফেলেন। সোনিয়াকে রেড্ডি নাকি বলেন, 'রাহুলের উত্তর প্রদেশের সুলক্ষ্মণা ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত। কারণ উত্তর প্রদেশে আগাগোড়াই ব্রাহ্মণ পরিবারই বেশি ক্ষমতা দখল করে থাকে। ব্রাহ্মণরা মুখ ফিরিয়েছে বলেই কংগ্রেসের হাত থেকে ক্ষমতা চলে

গেছে।' কিন্তু সোনিয়া নাকি তাঁর পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। এ নিয়ে একটি ভিডিও ৪ জুলাই প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মে মাসের গোড়ার দিকে গুজব রটেছিল, রায়বেরিলির সদরের বিধায়ক অদিতি সিং নাকি রাহুলকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। যদিও অদিতি পত্রপাঠ সেই গুজব নাকচ করে জানান, রাহুল তাঁর ভাইয়ের মতো। রাহুলের সঙ্গে অদিতির ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়া হয়।

PRESS NOTICE
NOTICE INVITING e-TENDER
No.E-TENDER-DB/NACD/MB/2018-19/320, dated02/07/2018.
The Executive Engineer, North Andaman Construction Division, APWD, Mayabunder invites on behalf of President of India, online Item Rate tenders from the approved and eligible Contractors of the Andaman PWD for following works:-
1) NIT No. 37/2018-19/EE/NACD, Tender ID: APWD693.
Name of work:- Widening of approach road at PHC Tugapur under Sub – Division No.II, NACD, APWD, Mayabunder.
Estimate Cost-₹16,80,371/-,Earnest Money- ₹33,607/- & Time of completion– 04 (four) Months.
2) NIT No. 38/2018-19/EE/NACD, Tender ID: APWD694.
Name of work:- Upgradation of Police Station under Coastal Security Scheme. SW- Construction of Malkhana at Police Station Mayabunder.
Estimate Cost- ₹16,40,053/-, Earnest Money- ₹32,801/- & Time of completion– 06 (six) Months.
3) NIT No. 39/2018-19/EE/NACD, Tender ID: APWD695.
Name of work:- Conversion of Sub Centre building at Karmatang into RCC with attached delivery room under NACD, APWD, Mayabunder. (**2nd Call**).
Estimate Cost-₹11,74,147/-,Earnest Money- ₹23,483/- & Time of completion– 06 (six) Months.
The tender should be filled online upto 3.00 pm on or before **30/07/2018.** The tender will be opened on the same day at 3.30 pm in presence of tenderers or their representative if any.
The Tender forms and others details can be obtained from the website https://eproc.andaman.gov.in.
2588/18 Executive Engineer NACD, APWD, Mayabunder